তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৮৪৪

**ব্রতী রাজনীতিক পঙ্কজ ভট্টাচার্য জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছেন**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) :

আজ ঢাকায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ঐক্য ন্যাপ সভাপতি জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য নাগরিক স্মরণসভা জাতীয় কমিটি আয়োজিত শোকসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে যোগ দেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, রাজনীতি একটি ব্রত সেটি অনেকে ভুলে গেলেও পঙ্কজ ভট্টাচার্য রাজনীতিকে ব্রত হিসেবেই নিয়েছিলেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন আজীবন সেটির জন্য কাজ করে গেছেন। আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক এই মানুষটি দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। অনেক নির্যাতন সয়েছেন।

মন্ত্রী হাছান বলেন, আমাদের দেশে সত্যিকার রাজনীতিকদেরকে জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চলতে হয়, কখন গ্রেনেড হামলা হয়, কখন গুলি হয়, কখন কি হয়। পঙ্কজ ভট্টাচার্য তাই করেছেন। একজন রাজনীতিবিদ কেমন হওয়া প্রয়োজন, সেটি পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে দেখলে জানা যায়। তিনি সেই উদাহরণ হয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন, ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রাশেদ খান মেনন, মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট সুলতানা কামাল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, সংস্কৃতিজন রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ জেএসডি সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ সভাপতি ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোজাফফর হোসেন পল্টু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, ঐক্য ন্যাপ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এডভোকেট এস এম এ সবুর, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল প্রমুখ প্রয়াত জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের ৬ আগস্ট চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। শিক্ষাজীবন কেটেছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। তিনি গত শতকের ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী বাংলাদেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী, একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সংগঠক। ১৯৬৬ সালে তিনি ‘স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র’ মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন-কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা বাহিনীর সংগঠক ছিলেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১৩ সালে তিনি ঐক্য ন্যাপ নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৮৪৩

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বিশ্বনেতা**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, বিশ্বনেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় বিএনপি’র মহাসচিবসহ অন্যান্য নেতারা বিশ্বময় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে গ্রহণযোগ্যতা, তাঁর প্রতি বিশ্বনেতৃবৃন্দের এবং বিশ্বঅঙ্গনের যে আস্থা, সেটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

আজ চট্টগ্রামে বেসরকারি ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির সেশন প্রারম্ভ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে বিএনপি নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত সফল সফর করে এসেছেন। পদ্মা সেতু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিশ্বব্যাংক নিজেরাই বাংলাদেশকে ২ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রস্তাব করেছে। জাপান আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ৩০ বিলিয়ন ইয়েন সাহায্য করবে। আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে বলেছেন, আপনি আমাদের আইডল, আমার মেয়েদেরও আইডল। আর বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে ১৬ মে জাতিসংঘ ‘দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ’ প্রস্তাব এনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, সেই প্রস্তাব বাংলাদেশের সাথে ৭১টি দেশ কো-স্পন্সর করেছে যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।’

ড. হাছান বলেন, ‘এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বময় আছে কি না তা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। যাদের বুদ্ধি, বোধশক্তি আছে, তারা এগুলো বুঝতে পারে, শুধু বিএনপি নেতারাই তা বোঝেন না। দৃষ্টিহীনতা ও শ্রবণহীনতার সাথে তারা বোধশক্তিহীনও হয়ে গেলেন কি না সেটি আমার বোধগম্য নয়।’

বিএনপির আন্দোলন প্রশ্নে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘গাড়ি বসে গেলে সেটিকে মাঝে মধ্যে যেমন স্টার্ট দিতে হয়, বিএনপির আন্দোলনের কর্মসূচিও সেরকম। কারণ বিএনপি দলটাইতো বসে গেছে। যাতে জং ধরে না যায়, সেজন্য মাঝে মধ্যে স্টার্ট দেয়ার মতো তারা আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়। এছাড়া অন্য কোনো কিছু নয়।’

এর আগে ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির সেশন শুরু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. হাছান বলেন, ‘শুধু পাঠদান আর সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক মেধার বিকাশ ঘটানো, জীবন গড়া, জীবন সংগ্রামে উজান ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে জয়ী হওয়া শেখাতে হবে। আশা করি, এই বিশ্ববিদ্যালয় সেটি পারবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ আল নোমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার সজল কান্তি বড়ুয়া।

#

আকরাম/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৪২

**স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে সবার আগে শিক্ষায় স্মার্ট হতে হবে**

**--এনামুল হক শামীম**

চট্টগ্রাম, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

পানি সম্পদ উপ-মন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম নাগরিক। সে কারণে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে সবার আগে শিক্ষায় স্মার্ট হতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা হবে স্মার্ট, অর্থনীতি হবে স্মার্ট, গভর্নেন্স হবে স্মার্ট, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য হবে স্মার্ট। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে সরকার একটি স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করবে।

আজ চট্টগ্রাম পোর্টসিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১০বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটির কনফারেন্স রুমে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এনামুল হক শামীম বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার সবক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, একটি স্মার্ট দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ঠিক যেভাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তিনি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন তা অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, শিক্ষানীতি করে দিয়েছেন।

উপমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা বলছি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সফল অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনার দিকগুলো আছে, একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জও আছে। এসব অর্জন করতে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেগুলো মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। সেই প্রস্তুতির ক্ষেত্রটা হলো শিক্ষা। শিক্ষার্থীরাই দেশটাকে পুরোপুরি পাল্টে ফেলতে পারে।

ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর নুরুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বোর্ড অভ্ ট্রাস্ট্রিজের মেম্বার আহসানুল হক রিজন, আলী আজম স্বপন, ট্রেজারার গনেশ চন্দ্র রায়, ডিন ড. মফজল আহমেদ, ড. ফাইজুল আলম, প্রফেসর মাইনুল হাসান চৌধুরী প্রমুখ।

#

গিয়াস/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২০২১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৪১

**সোলার প্যানেল পার্বত্যবাসীর রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করেছে**

**--পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্যবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহার সোলার প্যানেল পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছে। রাতের আঁধারে একসময় দুর্গম পার্বত্যবাসীদের কাছে জোনাকির মিটমিট আলো, হারিকেন ও কুপির আলো ছাড়া অন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্গম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না সেই সমস্ত পাহাড়ি দুর্গম এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে প্রতিটি ঘরে ঘরে অন্ধকার ঘুচাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৪২ হাজার ৫ শত দুর্গম পাহাড়ি পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা করে রাতের অন্ধকারকে দূর করেছে। অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোকিত এখন পার্বত্যাঞ্চল।

আজ বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পাহাড়ি দুর্গম এলাকার পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর আরো বলেন, দুর্গম পার্বত্য এলাকাগুলোতে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ফলে সেখানকার মানুষ সকল দুর্গমতাকে কাটিয়ে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছে। আগামীতেও পার্বত্য এলাকার যেসমস্ত দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা নেই সেই সমস্ত এলাকায় বিনামূল্যে সোলার প্যানেল সিস্টেম প্রদান অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন পার্বত্য মন্ত্রী।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ লুৎফর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোঃ ইয়াছির আরাফাত ও পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য লক্ষ্মীপদ দাশ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/আরমান/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৮৪৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৪০

**নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ছড়িয়ে দেবে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল দিনাজপুর, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ট সম্পদ। আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। এ সম্পদকে অবহেলা করা যাবে না, এই অহংকারকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ছড়িয়ে দেয়ার জন‍্য রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগাঁথা সংরক্ষণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করতে হবে। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ স্বার্থক হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলে বোর্ডহাট মহাবিদ্যালয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ‍্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে অশ্রু দেখতে চাই না, আমরা দেখতে চাই রাজাকার-আলবদর- আলশামসদের চোখে অশ্রু। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে আনন্দ অশ্রু দেখতে চাই। আর সেই আনন্দ অশ্রু হলো মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনার কারণেই এধরনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর তৈরি হচ্ছে, যার মাধ‍্যমে আমাদের সন্তানেরা সমৃদ্ধ হবে।

কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ফারুক আজমের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে বিরল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. আফছানা কাওছার, বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় এবং ভারপাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কাশেম বক্তব‍্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে বিরলের জগৎপুর ১০ নং রানীপুকুর ইউনিয়নে স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে ধান, ভুট্টা ও গম শুকানোর পরিবেশবান্ধব অটোমেটিক ফুড ড্রাইয়ার মিলের উদ্বোধন করেন। তিনি পরে বিরলের ৯নং মঙ্গলপুর ইউনিয়নে শিকারপুর দুর্গা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৮৩৯

**সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিত ছিলেন বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক**

**--পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ, ভাষা সংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ছিলেন বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের একজন পথপ্রদর্শক। তিনি পরিবেশ আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাপা-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এর আগে তিনি ‘পরশ’ নামে একটি পরিবেশবাদী গ্রুপেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তাঁর মতো সবাই পরিবেশ সচেতন হলে দেশের সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন হবে। মন্ত্রী বলেন, তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত অসমান্য প্রতিভাবান মুহিত সাহেব ছিলেন দেশের একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অভ্‌ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এ ‘কিংবদন্তি আবুল মাল আবদুল মুহিত’ স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও স্মরণসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘকাল অর্থ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সিলেটের এই কৃতী সন্তান তাঁর সময়োপযোগী প্রাজ্ঞ কর্মপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে একটি দৃঢ় ভিত্তির অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেশের এই কৃতী সন্তান তাঁর সুদীর্ঘ এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনসেবা এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রথম কূটনীতিক যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, জাতীয় অধ্যাপক ও জনাব মুহিতের বোন ডা. শাহলা খাতুন, মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছির আলী, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ইনাম আহমেদ চৌধুরী এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজ।

#

দীপংকর/আরমান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৩৮

**আজকের শিক্ষার্থীরাই সুন্দর ও ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা দেবে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল দিনাজপুর, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আজকের শিক্ষার্থীরা নতুন প্রযুক্তি কম্পিউটার/ট‍্যাব পাচ্ছে। ২০০৮ সালের আগে এগুলো চিন্তা করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে দিন বদলের স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন। বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল হয়েছে। সরকার একটি শিক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। আজকের শিক্ষার্থীরাই ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা দেবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, জনশুমারি প্রকল্পের আওতায় নবম ও দশম শ্রেণির মেধাবী

শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার ট্যাব, উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইডিএ) প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে চেক এবং সবজি চাষিদের মাঝে ভ্যান বিতরণ উপলক্ষ‍্যে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জনশুমারি প্রকল্পের আওতায় নবম ও দশম শ্রেণির ২৭০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার/ট্যাব, মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইডিএ) প্রকল্পের ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে চেক ও সনদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই এবং ২০ জন সবজি চাষির মাঝে ভ্যান বিতরণ করা হয়।

বিরল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. আফছানা কাওছার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর এবং সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে বিরলের ৭ নং বিজোড়া ইউনিয়নে জুগিহারী জামে মসজিদের সম্প্রসারিত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৮৩৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার দুই দশমিক ৮০ শতাংশ। এ সময় ৫০০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭ জন।

#

সুলতানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৬৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩৬

**পবিত্র যিলকদ মাসের চাঁদ দেখার লক্ষ্যে আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

**পবিত্র** যিলকদ **মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল সন্ধ্যা ৬.**৪৫ **টায়** ইসলামিক ফাউন্ডেশন **বায়তুল মুকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।**

**বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র** যিলকদ **মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য** বলা হয়েছে। **টেলিফোন নম্বর:** ০২-২২৩৩৮১৭২৫**,** ০২-৪১০৫০৯১২,০২-৪১০৫০৯১৬ **ও** ০২-৪১০৫০৯১৭**।   
ফ্যাক্স নম্বর:** ০২-**২২৩৩৮৩৩৯৭ ও** ০২-**৯৫৫৫৯৫১।**

#

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩৪

**বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২০ মে ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নিরাপদ ও সুষম খাদ্য সুস্থ মানবদেহের জন্য অপরিহার্য, যা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং পণ্য ও সেবার মান বজায় রাখতে সঠিক ওজন ও পরিমাপের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমাপ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিমিতি জ্ঞান ও পরিমাপ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ পালন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Measurements supporting the global food system’ অর্থাৎ ‘পরিমাপ বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থার সহায়ক’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনগণের জন্য দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক ওজন ও পরিমাপের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান নিশ্চিতের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করার জন্য গতানুগতিক পদ্ধতিকে ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে উন্মুক্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সঠিক পরিমাপের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি সহজতর হচ্ছে; যা দেশের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করছে। পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে আমি জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই’কে আরো দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানাই।

দেশকে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এই প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৮৩৫

**বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ মে ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা- International Bureau of Weights and Measures (BIPM) এবং International Bureau of Legal Metrology (BIML) এর সকল সদস্যভুক্ত দেশের ন্যায় বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে ২০ মে ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের প্রতিপাদ্য- ‘Measurements supporting the global food system’ অর্থাৎ ‘পরিমাপ বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থার সহায়ক’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালীন দেশীয় শিল্পের বিকাশে নানামুখী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বিএসটিআই আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াস কমিশনের সদস্যপদ লাভ করে National Codex Contact Point (NCCP) হিসেবে কাজ করে চলছে। ISO ও Codex এর সদস্যপদ এবং পরবর্তীতে BIPM ও BIML এর সদস্যভুক্ত হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক মান ও পরিমাপ সংস্থা প্রণীত মান অনুযায়ী দেশের জাতীয় মান সংস্থা (NSB) হিসেবে বিএসটিআই বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য, যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির মান নির্ধারণ এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ২০১৮ সালে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন এবং ২০২১ সালে পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছি।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করেছি। ডিজিটাল পদ্ধতির পরিমাপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোক্তা পর্যায়ে পরিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিমাপের গতানুগতিক পদ্ধতিকে ডিজিটালে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্মুক্ত তথ্য প্রাপ্তিসহ সঠিক পরিমাপে পণ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং টেকসই উন্নয়েনে ভূমিকা রাখবে। বিএসটিআই’র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় দেশব্যাপী বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ জনস্বার্থ বিরোধী কাজ নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জনগণের ন্যায্য অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সুষ্ঠু ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বিএসটিআই’র পদক্ষেপসমূহ সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এবারের মেট্রোলজি দিবসের গৃহীত কর্মসূচি ক্রেতা-ভোক্তা, উৎপাদক, আমদানিকারক, গবেষক ও বিএসটিআই’র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো সক্রিয় হতে উৎসাহ যোগাবে।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিমাপসহ সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়িত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও বিএসটিআই আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

আমি ‘বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ